দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...24 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৬ ...

সুনামগঞ্জ : জামালগঞ্জের হাওর এলাকায় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌকা করে স্কুল যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা —ইত্তেফাক

তদারকি ছাড়াই চলছে হাওর এলাকার স্কুল

■ নিজামুল হক, সুনামগঞ্জ থেকে ফিরে

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের হাওর এলাকার স্কুল হরিনাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী রয়েছে ১৫ জন। কিন্তু প্রায়ই ক্লাসে উপস্থিত থাকে মাত্র ৫ জন। একজন শিক্ষক ক্লাস নেন। স্থায়ী দুই শিক্ষকের মধ্যে একজন ছুটিতে। ফলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও জড়ো করে একটি কক্ষে ক্লাস নেন শিক্ষক। প্রায় প্রতিদিন হাওর এলাকার প্রতিটি স্কুলেরই চিত্র এমন।

সরেজমিনে ঘুরে জানা গেছে, শিক্ষকরা পালাক্রমে স্কুলে আসেন। রবিবার একজন এলে অন্যজন অনুপস্থিত থাকেন। রবিবার যিনি অনুপস্থিত থাকেন তিনি সোমবার আসেন। আবার রবিবার যিনি উপস্থিত থাকেন তিনি সোমবার আসেন না। ছুটির দরখাস্ত প্রস্তুত থাকে যাতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আকস্মিক পরিদর্শনে এলে দেখানো যায়। এভাবেই চলছে হাওর এলাকার স্কুল। আবার অনেক শিক্ষক স্কুল এলাকার কোন এক ব্যক্তিকে বদলি শিক্ষক হিসাবে তার দায়িত্ব দিয়ে আসেন। স্কুলে ক্লাস হলো কী না, স্কুলে শিক্ষকরা এলো কী না এ বিষয়ে কোন মনিটরিং নেই।

শিক্ষকরা গরহাজির, শিক্ষার্থী উপস্থিতিও কম, স্কুল ফিডিং ও শতভাগ উপবৃত্তির দাবি

স্থানীয়দের এ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। তারা বলছেন, আমাদের সন্তানরা কষ্ট করে স্কুলে আসে। কিন্তু যদি ঠিকমতো ক্লাস না হয় তাহলে কষ্ট করে কী লাভ। হরিনাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের এলাকায় থাকেন রফিকুল আলম। তিনি জানান, সহকারি শিক্ষা কর্মকর্তা দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও তিনি সরেজমিনে স্কুলে আসেন না। উপজেলা শিক্ষা অফিসে পরিদর্শন খাতা চলে যায়। সেখানে বসেই 'স্কুলের চিত্র ভালো' এমন তথ্য তুলে ধরেন। বিনিময়ে প্রতিমাসে মাসোহারা নেন শিক্ষকদের কাছ থেকে।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় সহকারি শিক্ষা কর্মকর্তা মীর আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি দাবি করেন, সরেজমিনে গিয়েই স্কুল পরিদর্শন করি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাসে আসেন না, এটা সত্য। তবে যারা নিয়মিত ক্লাসে আসেন না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। তিনি জানান, অনেকে বদলি শিক্ষক দিয়ে আসেন, যা অন্যায়। এমন অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি, সবাইকে সতর্ক করেছি।

স্থানীয়দের ৫ দাবি : জেলার তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, শাল্লা ও দিরাই উপজেলার অনেক গ্রাম বর্ষায় মনে হয় এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। তখন যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌকা। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে তাদের টিকে থাকতে হয়। পানির তোড়ে অনেক সময় বাড়িঘর ভেঙে গেলে তখন এই মানুষগুলোর শিক্ষা নিয়ে ভাবার সময় থাকে না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা, বিদ্যুতের অভাব, আর্থিক দুরবস্থা, কর্মসংস্থানের অভাব ও উত্তাল বর্ষা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

তদারকি ছাড়াই

২০ পৃষ্ঠার পর

হাওরাঞ্চলের শিশুদের শিক্ষা থেকে পিছিয়ে রাখছে।

হাওর এলাকা হলেও এ এলাকায় কোন স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু নেই। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা অনেক কষ্টে স্কুলে যায়। সকালে খেয়ে তারা বের হয়, দুপুরে কোনো খাবার ব্যবস্থা থাকে না, আবার ছুটির পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল, কখনো রাত হয়ে যায়। এ অবস্থায় স্কুল কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষা বিভাগের উচিত শিশুদের জন্য দুপুরে বিনা খরচে খাবার দেয়া।

স্থানীয়রা বলছেন, যেহেতু দূরের শিক্ষকরা হাওর এলাকায় থাকতে চান না সেহেতু এলাকার উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এতে করে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির প্রবণতা কমে আসবে।

স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে ক্লাস ও ছুটির ক্যালেন্ডার তৈরি করার দাবিও স্থানীয়দের। এসব অঞ্চলের লোকজন মূলত একটি মাত্র ফসল বোরোর উপর নির্ভরশীল। অনেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেক সময় দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বাবার সাথে কৃষি কাজ ও মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকে। ফলে স্কুলে যেতে পারে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে দুর্গম এলাকার স্কুলগুলোর পাঠদান ও ছুটির সূচি তৈরি করা উচিত; যাতে শিশুরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।

এছাড়া স্কুলগুলোতে শতভাগ উপবৃত্তি চালুর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তারা বলছেন, নিয়ম অনুযায়ী স্কুলের ৭৫ ভাগ দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। হাওর এলাকায় শতভাগ শিশুই দরিদ্র পরিবারের। এ কারণে সব শিশুর জন্য উপবৃত্তি চালু করা উচিত।

এদিকে শিক্ষকরাও অনেক কষ্ট করে নৌকায় স্কুলে যায়। এতে তাদের আসা যাওয়ায় ৩-৬ ঘণ্টা প্রয়োজন হয়। এছাড়া নৌকা ভাড়ায় বেতনের একটি বড় অংশ চলে যায়। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে শিক্ষকদের জন্য বাড়তি ভাতার ব্যবস্থা করা উচিত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।